عَلَيْهِمَا السَّلَام

হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান

04-November-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

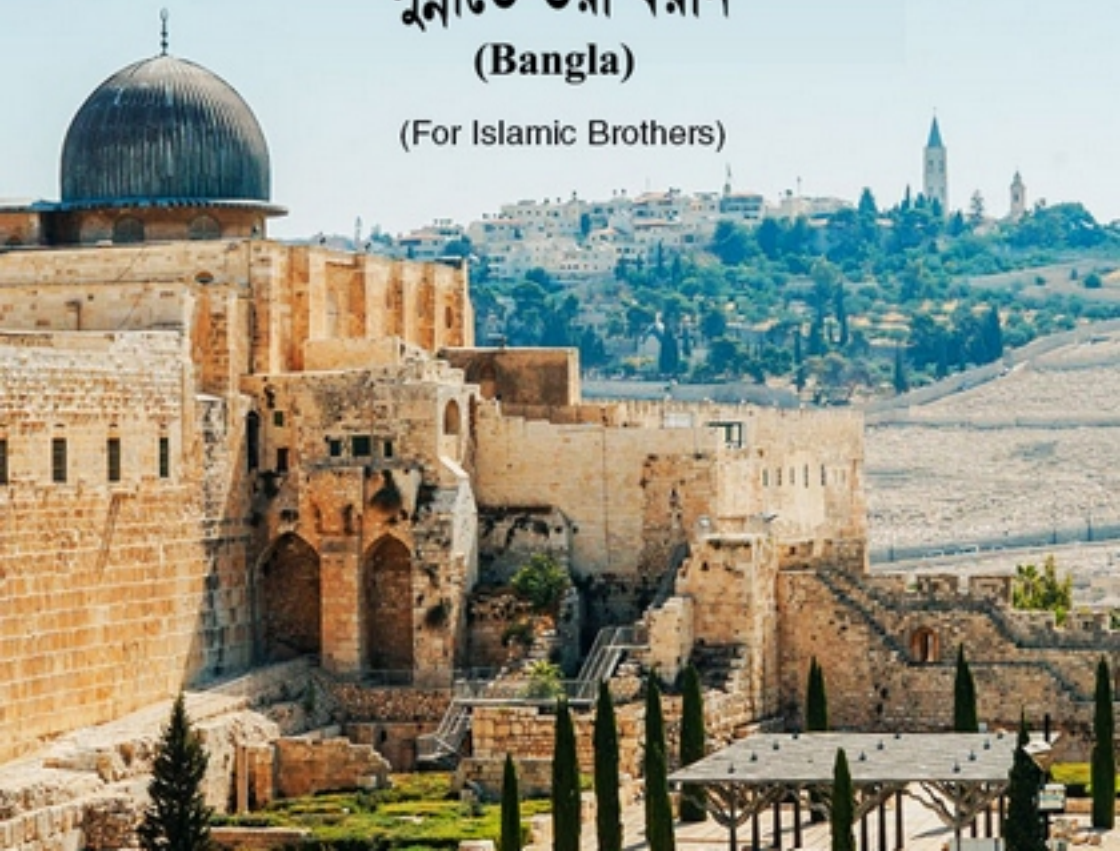

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরন করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৩২৬, হাদীস ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক মানুষকে কুফরী ও শিরিক, পথভ্রষ্টতা এবং বদ আমলীর চোরাবালি থেকে বের করার জন্য বিভিন্ন যুগে নিজের নৈকট্যশীল বান্দাদের নবুয়ত ও রিসালতের পদ দান করে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যারা মানুষকে **আল্লাহ পাকের** একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করার দাওয়াত দিতেন, শিরক থেকে বাধা দিতেন, ঈমান আনয়নে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন এবং কুফরী ও অস্বীকারের প্রতি আযাবে অঙ্গিকার শুনাতেন। আম্বিয়ায়ে কিরাম জগতের মর্যাদাবান মনিষী এবং মানুষের মধ্যে হীরা ও মুক্তোর ন্যায় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। আমাদের আজকের বয়ানে বিষয়বস্তু এই মনিষীদের মধ্যে দু'জন ব্যক্তিত্ব হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান عَلَيْهِمَا السَّلَام এর জীবনি। আসুন! ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে এই মহন ব্যক্তিত্বদের ব্যাপারে শুনি:

www.dawateislami.net

যখন তালুত বনী ইসরাঈলের বাদশাহ হলেন তখন তিনি বনী ইসরাঈলকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করলেন এবং একজন কাফির বাদশাহ "জালুত" এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে সামনাসামনি হলো তখন জালুত বনী ইসরাঈল থেকে মোকাবেলাকারী চাইলো, যেহেতু জালুত খুবই অত্যাচারী, শক্তিশালী, বৃহদাকৃতি ছিলো, তালুতের বাহিনী তার শক্তি ও শরীরের আকৃতি দেখে ঘাবড়ে গেলো, তাইতো তালুত আপন বাহিনীতে ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করবে, আমি আমার শাহজাদীকে তার সাথে বিবাহ দিবো এবং আমার অর্ধেক সাম্রাজ্যও তাকে দিয়ে দিবো, কিন্তু কেউই এর উত্তর দিলো না। তালুত হযরত শামায়িল عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করলো: **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করুন। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করলেন তখন বলা হলো: হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام জালুতকে হত্যা করবেন। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পিতা "ঈশা" তালুতের বাহিনীতে ছিলো আর তার সাথে তার সকল সন্তানও ছিলো, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তাদের মধ্যে সবার ছোট ও অসুস্থ ছিলো, রঙ হলদে ছিলো ও ছাগল চরাতেন। যখন তালুত তাঁকে আরয করলেন যে, যদি আপনি জালুতকে হত্যা করেন তবে আমি আমার মেয়েকে আপনার সাথে বিবাহ দিবো এবং অর্ধেক সম্রাজ্য আপনাকে দিয়ে দিবো, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এই প্রস্তাব গ্রহন করে নিলেন এবং জালুতের দিকে যাত্রা করলেন। যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করা হলো আর হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام নিজের মুবারক হাতে পাথর নিক্ষেপকারী রশি নিয়ে জালুতের সামনে এসে গেলো। জালুতের অন্তরে তাঁকে দেখে ভীতির সঞ্চার হয়ে গেলো কিন্তু সে খুবই অহঙ্কার সুলভ কথা বলছিলো এবং তাঁকে তার শক্তি

www.dawateislami.net

দ্বারা পরাজিত করতে চাইলো, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সেই রশিতে পাথর রেখে নিক্ষেপ করলেন, তা তার কপাল ভেদ করে পেছন দিয়ে বের হয়ে গেলো এবং জালুত মারা গেলো। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তাকে এনে তালুতের সামনে রাখলেন, সকল বনী ইসরাঈলরা খুবই খুশি হলো এবং তালুত হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে ঘোষণা অনুযায়ী অর্ধেক সম্রাজ্য দিলেন ও নিজের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। এক সময় তালুত ইন্তিকাল করলো তখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام পুরো সম্রাজ্যের বাদশাহ হয়ে গেলেন। **(তাফসীরে জামাল, বাকারা, ২৫০, ২৫১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩০৮-৩০৯। তাফসীরে খাযিন, ২৫০, ২৫১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৯০-১৯২। তাফসীরে মাদারিক, ২৫০, ২৫১নং আয়াতের পাদটিকা, ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের দানক্রমে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এমন আশ্চর্যজনক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন, যা তাঁরা ব্যতীত অন্য সাধারন মানুষকে দেয়া হয়না, যেমনটি উল্লেখিত ঘটনায় রয়েছে যে, জালুতের শক্তি ও শরীরের গঠন দেখে বনী ইসলাঈলের লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে গেলো আর কারো মাঝে তার সাথে মোকাবেলা করার সাহস রইলো না কিন্তু হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তার ভয়ে ভীত হলো না বরং অল্প বয়স ও অসুস্থতার পরও তিনি তার মোকাবেলা করেন এবং একটি পাথরেই তার কাজ শেষ করে দিলেন। হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সম্রাজ্য ও নবুয়ত, উভয় পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন আর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام প্রায় সত্তর বছর উভয় দায়িত্ব পালন করেন, অতঃপর তাঁর পরবর্তিতে তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কেও **আল্লাহ পাক** সম্রাজ্য ও নবুয়ত উভয় মর্যাদা দান করেন। **(প্রাগুক্ত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচিতি

তাঁর মুবারক নাম হলো "দাউদ" আর বংশধারা হলো: দাউদ বিন ঈশা বিন আউইদ বিন আবির বিন সালমুন বিন নাহশুন বিন ইউইনাযিব বিন ইরম বিন হাসরুন বিন ফারিস বিন ইয়াহুদা বিন হযরত ইয়াকুব বিন হযরত ইসহাক বিন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِمُ السَّلَام। **(আল বাদায়া ওয়ান নিহায়াতি, ১/৪৫৫)**

তাঁর আকৃতি মুবারক

তিনি عَلَيْهِ السَّلَام খুবই সুন্দর ছিলেন, যেমনটি তাঁর মুবারক আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত কাআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام লালচে চেহারা, নরম ও মোলায়েম চুল, ফর্সা শরীর এবং লম্বা দাঁড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। **(রুহুল মাআনী, আনআম, ৮৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/২৭৭)**

সুন্দর কণ্ঠ ও যবুরের তিলাওয়াত

শারীরিক সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি কণ্ঠও খুবই চমৎকার ছিলো। যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: **আল্লাহ পাক** হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে এমন অতুলণীয় ও উন্নত কণ্ঠ দান করেছেন, যা কাউকে দেয়া হয়নি। যখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সুললিত কণ্ঠে যবুর শরীফ তিলাওয়াত করতেন তখন পাখিরা বাতাসে থেমে গিয়ে তাঁর কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলাতো এবং তাসবীহের সাথে তাসবীহ পাঠ করতো, অনুরূপভাবে পাহাড়ও সকাল সন্ধ্যা তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতো।

(কাসাসুল আম্বিয়া লিইবনে কসীর, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যত সুন্দর কণ্ঠ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে দান করা হয়েছিলো তা আর কাউকে দান করা হয়নি। (যখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام যবুর শরীফ তিলাওয়াত করতেন তখন) পাখি ও জঙ্গলী

www.dawateislami.net

পশুরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে যেতো (আর তিলাওয়াত শুনাতে এত বেশি মগ্ন হয়ে যেতো যে, তাদের পানাহারের হুঁশ থাকতো না) এমনকি (তাদের মধ্যে অনেকেরই) ক্ষুধা পিপাসায় প্রাণ চলে যেতো।

(কাসাসুল আম্বিয়া লিইবনে কসীর, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্দর কণ্ঠ ব্যতীত তাঁর মাঝে এই বিশেষত্বও ছিলো যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام খুবই কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ যবুর শরীফের তিলাওয়াত সম্পন্ন করে নিতেন, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য কিরাতকে সহজ করে দেয়া হয়েছিলো, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ঘোড়ার উপর আসন দেয়ার আদেশ দিতেন আর ঘোড়াকে প্রস্তুত করার পূর্বেই যাবুর পাঠ করে নিতেন। **(বুখারী, কিতাবুত তাফাসির, ৩/২৬১, হাদীস ৪৭১৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে শয়তান কারো মনে এই কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, এত অল্প সময়ে সম্পূর্ণ যাবুর কিভাবে পাঠ করে নিলো তবে এর উত্তর হলো, এটা হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর মুজিযা ছিলো যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام যতক্ষণে ঘোড়ার উপর জিন লাগানো হতো ততক্ষণের এই অল্প সময়ে সম্পূর্ণ যাবুর পাঠ করে নিতেন আর মুজিযা বলাই হয় তাকে, যা স্বাভাবিক জ্ঞানে অসম্ভব। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তো **আল্লাহ পাকের** নবী এবং আম্বিয়াদের শান তো অনেক উচ্চ হয়ে থাকে, **আল্লাহ পাক** তো **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদেরও এরূপ শান প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের শান

মাওলায়ে কায়েনাত, শেরে খোদা হযরত মাওলা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে: তিনি ঘোড়ার উপর আরোহন করার সময় এক পা রেকাবে রাখতেন এবং কুরআনে মজীদ পাঠ করা শুরু করতেন আর অপর পা রেকাবে রেখে ঘোড়ার জিনের উপর বসা পর্যন্ত এতটুকু সময়ে একবার কুরআন মজীদ খতম করে নিতেন।

(শাওয়াদিন নবুয়ত, ২১২ পৃষ্ঠা)

মিরকাতে রয়েছে: শায়খ মূসা সাদরানী, শায়খ আবু মাদীন (শুয়াইবুল গাউস মাগযালী) এর সাথীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, এক দিনে ও রাতে সত্তর হাজারবার কুরআন খতম করে নিতেন, একবার তিনি কাবায়ে মুয়াযযামায় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে কাবার দরজায় পৌঁছে কুরআন খতম করে নিলেন আর লোকেরা এক একটি হরফ শুনেছিলো।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ২২০১নং হাদীসের পাদটিকা, ৪/৭০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাবুর শরীফ

যাবুর শরীফ হলো ঐ আসমানি কিতাব, যা **আল্লাহ পাক** হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۵۵﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দাউদকে ‘যাবুর’ দান করেছি।

এই পবিত্র কিতাবে একশত পঞ্চাশটি সূরা ছিলো, সবগুলোতে দোয়া, **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা এবং তাঁর তাহমিদ ও তামহিদ বর্ণনা করা হয়েছে, এতে না হালাল হারামের বর্ণনা রয়েছে, না ফরযসমুহের আর না রয়েছে শরীয়তের বিধান ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে।

(তাফসীরে খাযিন, বনী ইসরাঈল, ৫৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৭৮)

www.dawateislami.net

গুনাহগারদের সুসংবাদ আর সিদ্দিকীনদের ভয়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন: হে দাউদ! গুনাহগারদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও আর সিদ্দিকীনদের ভয় শুনাও। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এই বিষয়ে আশ্চর্য হলেন, তখন তিনি আরয করলেন: হে প্রতিপালক! আমি গুনাহগারদের কি সুসংবাদ দিবো আর সিদ্দিকীনদের কি ভয় শুনাবো? ইরশাদ হলো: হে দাউদ! গুনাহগারদের এই সুসংবাদ শুনাও যে, কোন গুনাহই আমার ক্ষমার চেয়ে বড় নয় আর সিদ্দিকীনদের এই ব্যাপারে ভয় শুনাও যে, তারা যেনো তাদের নেক আমলে খুশি না হয় যে, আমি যার কাছ থেকেই আমার নেয়ামতের হিসাব নিবো, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হে দাউদ! যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও তবে দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের করে দাও, কেননা আমার এবং দুনিয়ার ভালবাসা একই অন্তরে জমা হতে পারে না। হে দাউদ! যে আমাকে ভালবাসে সে রাতে তখন নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে যখন লোকেরা ঘুমাতে থাকে, সে তখন একাকী আমার স্বরন করে থাকে, যখন উদাসীন লোকেরা আমার যিকির থেকে উদাসীনতায় পড়ে থাকে, সে তখন আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, যখন ভুলে যাওয়া লোকেরা আমাকে ভুলে যায়। **(বাহরুদ দুমু, ফসলুল আউয়াল, ২১ পৃষ্ঠা। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২১১, নম্বর ১১৯০৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনা থেকে এই বিষয়টি জানা গেলো, **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা সেই ব্যক্তিই পেতে পারে, যে দুনিয়ার ভালবাসা নিজের অন্তর থেকে বের করে দেয়, কেননা দুনিয়ার ভালবাসা ও **আল্লাহ**র ভালবাসা একত্রে জমা হতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, রাতের ইবাদত উত্তম আর **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যমও। হাদীসে পাকেও রাতে ইবাদতের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

সবচেয়ে উত্তম নামায

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো **আল্লাহ পাকের** মাস মুহাররমের আর ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো রাতে আদায়কৃত নামায।"

(মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৫৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইবাদত ও রিয়াযত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ইবাদত ও রিয়াযতেও খুবই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। যেমনটি হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর আলোচনা করতেন তখন ইরশাদ করতেন: তিনি খুবই ইবাদত গুজার লোক ছিলেন। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৯৬, হাদীস ৩৫০১)**

তাঁর রোযা ও নামাযের ব্যাপারে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** নিকট হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর (নফল) রোযা সকল রোযার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়, (তাঁর পদ্ধতি এমন ছিলো যে,) তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন। **আল্লাহ পাকের** হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর (নফল) নামায সব নামাযের চেয়ে বেশি পছন্দনীয়, তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, রাতের তৃতীয় অংশে ইবাদত করতেন, অতঃপর অবশিষ্ট চতুর্থাংশ ঘুমাতেন।

(বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ২/৪৪৮, ৩৪২০)

পরিবারের ইবাদত গুজারী

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর পরিবার পরিজনদেরও ইবাদতে লিপ্ত রাখতেন, যেমনটি হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে সংবাদ পেয়েছি যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নামাযকে তাঁর পরিবার পরিজনের উপর এমনভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন যে, দিন ও রাতের প্রতিটি অংশে তাঁর পরিবার পরিজনের কেউ না কেউ ইবাদতে লিপ্ত থাকতো। (মুসান্নিফ আবনে আবী শায়বা, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/৪৬৪, হাদীস ৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله! হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর জীবনে কতই না সুন্দর পদ্ধতি ছিলো যে, দিন রাতের কোন অংশই এমন ছিলো না, যাতে ঘরে ইবাদত হতোনা। তাছাড়া উল্লেখিত বর্ণনায় এটাও জানা গেলো, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর পরিবারকে ইবাদতের উৎসাহ দিতেন এছাড়াও তিনি নামাযকে পরিবারের সকলের উপর বন্টন করে রেখেছিলেন।

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া

দোয়াও ইবাদত বরং ইবাদতের মগজ এবং সানাও দোয়া। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এই মহান ইবাদতেরও প্রতি বিশেষ আগ্রহ রাখতেন, আসুন! তাঁর করা ২টি দোয়া শুনি:

(১) হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام দিনে তিনবার এই দোয়া করতেন: "হে **আল্লাহ পাক**! এই দিনে তুমি আমার জন্য যেই পরীক্ষা নিয়তীতে রেখেছো, তা থেকে আমাকে মুক্তি দান করো আর হে **আল্লাহ**! তুমি এই দিনে যা কল্যাণ অবতীর্ণ করেছো আমাকেও তা থেকে অংশ দান করো।" তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সন্ধ্যায়ও অনুরূপ দোয়া করতেন এবং এই দোয়ার পর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কোন অপছন্দনীয় ব্যাপার দেখেননি।

(দুররে মনসুর, সূরা স'দ, ২৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/১৬৫)

(২) হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে এমন অভাবী বানিওনা যে, তোমাকে ভুলে যাব আর এমন সম্পদশালী বানিওনা যে, তোমার অবাধ্য হয়ে যাব। (আয যুহুদ লিআহমদ, কিতাবুয যুহুদ, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭০)

অভাব ও সম্পদশীলতা উভয়টিই **আল্লাহ পাকের** থেকে দূরত্ব ও গুনাহে পতিত হওয়ার কারণ হতে পারে, তাই হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام অন্যদের শিক্ষার জন্য এবং বিনয় হিসেবে এই দোয়া প্রার্থনা করেছেন। অভাব ও সম্পদশীলতার এমন অবস্থা থেকে বাঁচার ব্যাপারে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও খুবই সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সাতটি বিষয়ের পূর্বে নেক আমল করাতে দ্রুততা করে নাও। মানুষ অপেক্ষা করছে না কিন্তু ভুলিয়ে দেয়া অভাবের, বা অবাধ্যতায় নিক্ষেপকারী সম্পদশীলতার, অথবা মূর্খ বানিয়ে দেয়া বার্ধক্যের বা (স্বভাব ও অনুভুতিকে) বিগড়ে দেয়ার অসুস্থতার কিংবা হঠাৎ আসা মৃত্যুর বা দাজ্জালের, ব্যস তা হলো গোপন মন্দ, যার অপেক্ষা করা হচ্ছে, বা কিয়ামতের অথচ কিয়ামত তো খুবই কঠিন ও সবচেয়ে বেশি তিক্ত (অতএব এই কাজগুলো সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

(তিরমিযী, ৪/১৩৭, হাদীস ২৩১৩)

সংযম ও সাবধানতা

নেক আমলের পাশাপাশি হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام সুন্নাত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনি অনুযায়ী সর্বদা হালাল ও পবিত্র জিনিস পানাহার করতেন এবং এর বিশেষ খেয়াল রাখতেন। হযরত সাবিত ও আব্দুল ওয়াহাব বিন আবী হাফস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; একবার হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام রোযা অবস্থায় সন্ধ্যা করলেন, ইফতারের সময় তাঁর

www.dawateislami.net

দরবারে দুধ উপস্থাপন করা হলে তখন বললেন: তোমার নিকট এই দুধ কোথা থেকে এলো? লোকেরা আরয করলো: আমাদের ছাগল থেকে। বললেন: ছাগল কিনার টাকা কোথা থেকে এসেছে? আরয করলো: হে **আল্লাহ**র নবী! আপনি এই কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? বললেন: আমি রাসূলের দলের এবং আমাদেরকে হালাল রিযিক ও নেক আমল করতে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৫৯, হাদীস ৫৭৬৯)**

খোদাভীতি

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام অনেক বেশি খোদাভীরু ছিলেন। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লোকেরা হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে অসুস্থ মনে করে তাঁকে দেখতে যেতো, অথচ তাঁর কোন রোগ ছিলো না বরং তিনি খোদাভীরুতায় লিপ্ত ছিলেন। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৫১/২৩, হাদীস ১০৭১৬)**

হযরত খালিদ বিন দরকল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে হযরত লুকমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাক্ষাত হলে তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে লুকমান! তুমি কোন অবস্থায় সকাল করেছো? আরয করলেন: এই ভেবে যে, আমার প্রাণ অন্যের আয়ত্বে রয়েছে (অর্থাৎ **আল্লাহ**র আয়ত্বে রয়েছে)। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এই কথায় চিন্তা ভাবনা করলেন তখন (খোদাভীতিতে) তাঁর চিৎকার বের হয়ে গেলো।

(হাসানাত তানবিয়া, ৫/১৫)

হযরত ইবনে সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর পর যদি হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর (খোদাভীতিতে প্রবাহিত) অশ্রুকে সমস্ত পৃথিবীবাসীর অশ্রুর সাথে তুলনা করা হয় তবে উভয় সমান হবে। **(মু'সাসাতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৩/৩৮, হাদীস ৩৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَللّٰهُ اَكْبَر হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** বিশেষ প্রতিনিধি ও নবুয়তের মতো মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর আমলনামায় কণা পরিমাণও কোন গুনাহ ছিলো না, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام হলেন চিরস্থায়ী ক্ষমাপ্রাপ্ত আর নিশ্চিতভাবে শুধু জান্নাতী নয় বরং এর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্টিত। এই সকল সম্মানের পরও তাঁর অন্তরে **আল্লাহ পাকের** এত ভয় তো আমরা গুনাহগার মুসলমানদের **আল্লাহ পাককে** কিরূপ ভয় করা উচিৎ, আমাদের নিকট তো নেকীর নাম পর্যন্ত নেই, রাত দিন আমাদের গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছে, এরপরও আমাদের মাঝে কণা পরিমানও **আল্লাহর** ভয় নাই। নিশ্চয় খোদাভীতি এমন এক নেয়ামত যে, যার এই নেয়ামত অর্জন হয়ে যায়, সে গুনাহ থেকে দূরে আর নেকীর নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং খোদাভীতি হলো এমন বিষয়, যার কারণে মানুষ অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অধিকহারে মানুষের জান্নাতে প্রবেশকারী আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ পাককে** ভয় করা ও সৎচরিত্র।"

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ১/৩৪৯, হাদীস ৪৭৬)

নেক আমল নম্বর ৩৩

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত হাদীসে খোদাভীতিকে জান্নাত লাভের আমল বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো অসংখ্য হাদীসে ও কুরআন মজীদের আয়াতেও এই বিষয়বস্তু রয়েছে যে, **আল্লাহ পাককে** ভয়কারী জান্নাতী বরং আসলে তো এটাই যদি গভীরভাবে দেখা যায় তবে এটাই প্রকাশ পাবে যে, **"আল্লাহকে** ভয় করা" এটা সকল নেকীর উৎস এবং

“**আল্লাহ**কে ভয় না করা” এটা সকল গুনাহের উৎস, তাই নিঃসন্দেহে **আল্লাহ**কে ভয়কারীরাই জান্নাতী হবে এবং **আল্লাহ**কে ভয় না করা লোকেরা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। আমাদের উচিৎ, আমরা যেনো নিজেদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করি, অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টির জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অধিকহারে অংশগ্রহন করুন, যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো “**নেক আমল**” পুস্তিকা পূরণ করা। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেকী করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়াত ও তরীকতের মিলিত সমষ্টি ৭২টি নেক আমল নামে প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন, এই নেক আমলের ৩৩ নম্বর নেক আমল হলো: আজ কি আপনি তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন? বা রাতে না ঘুমানো অবস্থায় সালাতুল লাইল আদায় করেছেন? নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করাতে اِنْ شَآءَ الله নেকী করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা ও ঈমান হিফাযতের মানসিকতা তৈরী হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এবার আমরা হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর জীবনি সম্পর্কে শুনবো, আসুন! প্রথমে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচিতি শুনি।

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচিতি

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর ছেলে। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার উত্তরসূরী হয়েছিলেন এবং **আল্লাহ**

পাক তাঁকেও ইলম ও নবুয়ত দান করেন এবং মহান সম্রাজ্যের শাসক বানান। তিনি সম্রাজ্যের সিংহাসনে চল্লিশ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্বিন ও মানব, শয়তান, পাখি ইত্যাদি সবার উপর তাঁর শাসন ছিলো এবং সকলের ভাষার জ্ঞান তাঁকে দান করা হয়েছিলো। তাঁর যুগে আশ্চর্যজনক শিল্পকর্ম প্রকাশ পায়।

নাম ও বংশ

তাঁর নাম "সুলাইমান" ও বংশধারা হলো: সুলাইমান বিন দাউদ বিন ঈশা বিন আউইদ বিন আবির বিন সালমুন বিন নাখশুন বিন ইউইনাযিব বিন ইরম বিন হাসরুন বিন ফারিস বিন ইয়াহুদা বিন হযরত ইয়াকুব বিন হযরত ইসহাক বিন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِمُ السَّلَام।

(আল বাদায়া ওয়ান নিহায়াতি, ১/৪৬৬)

আল্লাহর দান ও দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উত্তরসূরী

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর এই সম্মান অর্জিত ছিলো যে, তাঁকে **আল্লাহ পাক** তাঁর বিশেষ দান ঘোষণা করেছেন এবং তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ইলম, নবুয়ত, হিকমত এবং সম্রাজ্যে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উত্তরসূরী হন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَیْمٰنَ ؕ
(পারা ২৩, সূরা স'দ, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি দাউদকে দান করেছি সুলাইমান।

আরো ইরশাদ করেন:

وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوٗدَ
(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সুলাইমান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হলো।

সারা দুনিয়ার বাদশাহী

বর্ণিত আছে; দুনিয়া সর্বমোট চারজন বাদশাহ এমন ছিলো, যাদের সারা দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা অর্জিত হয়েছিলো। এর মধ্যে দু'জন মুমিন ছিলেন আর দু'জন কাফের। মুমিন দু'জন হলেন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ও হযরত যুলকারনাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আর কাফের একজন হলো বখত নসর আর অপরজন হলো নমরুদ। আর সারা দুনিয়ার এক পঞ্চমাংশের বাদশাহ এই উম্মতের মধ্যে হবে, যার নাম হলো হযরত ইমাম মাহদী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। **(তাফসীরে সাভী, সূরা কাহাফ, ৮৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১২১৬)**

অসুস্থ ও এতিমের প্রতি মমতা

তিনি عَلَيْهِ السَّلَام অসুস্থও এতিমের প্রতি বিশেষ মমতা প্রদর্শন করতেন এবং তাদেরকে উত্তম খাবার খাইয়ে তাদের মন খুশি করতেন। অতএব হযরত আবু ইমরান আল জুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কুষ্ঠ রোগী এবং এতিমদেরকে উত্তম খাবার খাওয়াতেন, আর নিজে যব খেতেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৫৫, হাদীস ২৫৪৭)**

মিসকিনদের মনতুষ্টি

বর্ণিত আছে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام সকালবেলা মানুষের অবস্থা জানার জন্য তাদের চেহারা ভালোভাবে লক্ষ্য করতেন, এমনকি মিসকিনদের পাশে এসে বসে যেতেন এবং (তাদের মনতুষ্টি করে) বলতেন: মিসকিন (অর্থাৎ বিনয়ী বান্দা) মিসকিনদের সাথে বসে গেছে।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির,১/১৬৩)

খোদাভীতি

আল্লাহ পাক তাঁকে অতুলনীয় নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, এরপরও তাঁর খোদাভীতির অবস্থা দেখার মতো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে যা কিছু দান করেছেন (অর্থাৎ ইলম, নবুয়ত, হিকমত ও সম্রাজ্য) এরপরও **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কখনোই আসমানের দিকে নিজের দৃষ্টি তুলেননি।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ২২/২৭৪, হাদীস ৪৯৩৮)

হিকমতপূর্ণ বাণী

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام খুবই অর্থবহ ও হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন, আসুন! আঁর ৩টি বাণী শুনি:

(১) আমি জীবনের কঠিন ও নরমকে যাচাই করেছি তো বুঝেছি যে, সামান্য জীবনই যথেষ্ট। **(আয যুহুদ লি আহমদ, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৫)**

(২) যদি কথা বলা রূপা হয় তবে চুপ থাকা স্বর্ণ।

(মুওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/৫৮, হাদীস ৪৭)

(৩) আমাকে তাই দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেয়া হয়েছে আর তাও যা তাদেরকে দেয়া হয়নি এবং আমাকে ঐ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে শিখানো হয়েছে আর ঐ জ্ঞানও, যা তাদরেকে শিখানো হয়নি, তবে আমি তিনটি বিষয়ের বেশি উত্তম কোন কিছুই পাইনি: (১) রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করা। (২) অভাব ও সম্পদশীলতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। (৩) গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাককে** ভয় করা।

(আয যুহুদ লি আহমদ, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৪)

www.dawateislami.net

ছেলেকে উপদেশ

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সন্তানের প্রশিক্ষণে বিশেষ মনোযোগ দিতেন আর সর্বদা তাদের উপদেশ দিতে থাকতেন, যেমনটি তিনি তাঁর এক ছেলেকে উপদেশ প্রদান করেন, এর মধ্যে কয়েকটি নিচে দেয়া হলো:

(১) হে আমার সন্তান! খোদাভীতি তোমার উপর আবশ্যক, কেননা এটা সকল কিছুর মূল। হে আমার সন্তান! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজকে শেষ করবে না, যতক্ষণ না নিজের পথনির্দেশকের সাথে পরামর্শ করে নিবে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৩৩২, হাদীস ৮৩৯৩)

(২) হে আমার সন্তান! নিজের পরিবার পরিজনের বিরুদ্ধে বেশি (অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের বেশি) কড়াকড়ি করো না এভাবে যে, তাদের সামান্য পরিমাণও কোন খারাপ কাজ দেখলে তবে তাদের উপর খারাপের অপবাদ লাগিয়ে দিলে অথচ তারা তা থেকে পবিত্র। আর অধিক হেসো না, কেননা বেশি হাসা জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরকে দূর্বল করে দেয় এবং **আল্লাহ পাকের** ভয়কে আবশ্যক করে নাও, কেননা তা সবকিছুর উপর প্রাধান্য লাভকারী। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৯, হাদীস ৮৩০)

(৩) হে আমার সন্তান! বাঘ ও বিষাক্ত সাপের পেছনে তুমি চলে যেও কিন্তু কোন মহিলার পেছনে যেওনা। (আয যুহুদ লিআহমদ, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৯) (এই বাণী মহিলাদের নিন্দা হিসেবে নয় বরং মহিলা এবং নিজের নফসের নিরাপত্তার জন্যই ছিলো যে, বাঘ ইত্যাদিকে তো মানুষ ভয় করে এবং বেঁচে থাকে কিন্তু মহিলার পেছনে গেলে তার অঙ্গে দৃষ্টি পড়বে তখন শয়তান মন্দ খেয়াল অন্তরে প্রবেশ করিয়ে ধোকা দিতে পারে)।

www.dawateislami.net

(৪) হে আমার সন্তান! অভাবের অবস্থায় গুনাহ অধিক কৃৎসিত, হেদায়তের পর পথভ্রষ্টতা খুবই কুৎসিত এবং এরচেয়েও বেশি কুৎসিত হলো ঐ ব্যক্তি, যে ইবাদত করতো আর এখন সে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। (আয যুহুদ লিআহমদ, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৪)

(৫) হে আমার সন্তান! অধিকহারে রাগ করা থেকে বেঁচে থেকো, কেননা রাগের আধিক্য সহনশীল মানুষের অন্তরকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দেয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৮২, নম্বর ৩২৫৯)

গুণাবলী

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** প্রতি অধিকহারে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং সর্বদা তাসবীহ ও যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَیْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

(পারা ২৩, সূরা স'দ, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি দাউদকে দান করেছি সুলায়মান। কতোই উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে অতিশয় প্রত্যাবর্তনকারী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام হলেন **আল্লাহ পাকের** নবী আর নবীগণ নিস্পাপ হয়ে থাকে অর্থাৎ তাঁদের দ্বারা গুনাহ হওয়া অসম্ভব কিন্তু তবুও হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর অধিকতর সময় যিকির ও তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকতেন এবং **আল্লাহ পাকের** প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন আর অপরদিকে আমরা যে, আমলনামায় নেকীর নাম বলতে নেই, গুনাহে আমরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবে আছি, এরপরও দিনের কোন একটি মিনিটও **আল্লাহর** যিকিরে অতিবাহিত করিনা, আমাদের উচিৎ যে, আমরাও আমাদের সময়ের কিছু না কিছু সময় **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের যিকির ও তাসবীহর জন্য নির্ধারন করা এবং যতবেশি সম্ভব **আল্লাহ পাকে**র যিকির করা। **আল্লাহ**র যিকির করার অসংখ্য ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, উৎসাহের জন্য কয়েকটি বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শুনুন:

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কার পথে সফর করার সময় একটি পাহাড় দিয়ে অতিক্রম করেন, যার নাম ছিলো জুমদান তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই জুমদানের ভ্রমন করো, মুফররীদুনরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মুফাররীদুন দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাকে**র অধিকহারে যিকিরকারী ও কারীনি। (মুসলিম, কিতবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, ১১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৮০৮)

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের ঐ আমলের ব্যাপারে জানাবো না, যা তোমাদের **প্রতিপালকে**র নিকট সবচেয়ে উত্তম ও পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সবচেয়ে উচুঁ আর তোমাদের জন্য স্বর্ণ ও রূপা ব্যয় করার চেয়ে উত্তম, তোমাদের জন্য শত্রুদের সাথে লড়াই করা এবং তাদের গর্দান কাটা বা নিজের গর্দান কাটানোর চেয়ে উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: অবশ্যই ইরশাদ করুন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ**র যিকির।

হযরত মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ**র যিকিরের চেয়ে বেশি **আল্লাহ পাকে**র আযাব থেকে বাঁচার আর কোন কিছু নেই।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৬ষ্ট অধ্যায়, ৫/২৪৬, হাদীস ৩৩৮৮)

www.dawateislami.net

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যে রাতে ইবাদত করা, নিজের সম্পদকে **আল্লাহ** পথে ব্যয় করা এবং শত্রুর সাথে জিহাদ করার প্রতি অপারগ হয়, তবে তার উচিৎ যে, অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** যিকির করা। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৯০, হাদীস ৫০৮)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি আল্লাহর নেয়ামতরাজি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে অসংখ্য বিশেষ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, যার আলোচনা কুরআনে করীমে পাওয়া যায়। যেমন;

(১) বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَةً تَجْرِیْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا ؕ وَ كُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عٰلِمِیْنَ ﴿۸۱﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সুলায়মানের জন্য তীব্র বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছি; তা তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত হতো ঐ ভূমির প্রতি, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমার জানা আছে।

এই আয়াত থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ পাক** তাঁর মকবুল বান্দাকে সাধারন রীতি থেকে ভিন্ন শক্তি ও ক্ষমতা এবং অধিকার দান করেন আর এই অধিকারের সম্পর্ক ঐ মকবুল বান্দাদের দিকে করা যায়, যেমন এখানে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর আদেশে বাতাস চলতো অথচ কুরআনে মজীদের অনেক জায়গায়

www.dawateislami.net

বাতাসকে **আল্লাহ পাকে**র আদেশের অধিন হওয়াকে নিজের একত্ববাদের দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(২) জ্বিনদেরকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হয়েছিলো। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۲﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর শয়তানের মধ্যে যেগুলো তাঁর জন্য ডুব দিতো এবং তা ব্যতীত অন্য কাজও করতো আর আমি তাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম।

(৩) তাঁকে দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উত্তরসূরী বানিয়েছেন, পাখিদের ভাষা শিখিয়েছেন, বাদশাহ ও আম্বিয়ায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রদান করা জিনিসের ন্যায় জিনিস দান করা হয়েছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সুলায়মান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হলো আর বললো: 'হে লোকেরা! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক কিছু থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ'।

(৪) তাঁর মতো সম্রাজ্য কাউকে দেয়া হয়নি, যেমনটি কুরআনে পাকে রয়েছে যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এই দোয়া করেছেন:

وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۵﴾

(পারা ২৩, সূরা স'দ, আয়াত ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয়, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

www.dawateislami.net

তাঁর এই দোয়া কবুল হলো এবং তাঁকে তেমনই সম্রাজ্য দান করা হলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুলাইমা عَلَيْهِ السَّلَام এর জীবনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ও পিঁপড়ার ঘটনা

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام পিঁপড়ার কথা শুনতেন ও বুঝার ক্ষমতা রাখতেন, যেমনটি কুরআন মজীদে রয়েছে। একবার হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর বাহিনীর সাথে পায়ে হেঁটে সফর করছিলেন, তখন তায়েফ বা সিরিয়ার এই উপত্যাকা দিয়ে গমন করেন যেখানে অধিকহারে পিঁপড়া ছিলো, তখন পিঁপড়াদের সম্রাজ্ঞী হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর বাহিনী দেখে বলতে লাগলো:

يٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে পিপীলিকাকূল! আপন আপন গৃহে চলে যাও, যাতে তোমাদেরকে পদদলিত না করে সুলায়মান ও তার সৈন্যবাহিনী, অজ্ঞাতসারে।

সম্রাজ্ঞী এটা এই জন্যই বলেছিলো, সে জানতো যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام নবী, ন্যায় বিচারক, অত্যাচার ও নিপীড়ন তাঁর শান নয়, তাই যদি তাঁর বাহিনীর দ্বারা পিঁপড়া পদদলিত হয়ে যায় তবে অজ্ঞাতসারেই পদদলিত হবে, কেননা হতে পারে যে, তিনি অতিক্রম করার সময় এদিকে খেয়াল করলেন না। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام পিঁপড়ার এই কথা তিন মাইল দূর থেকে শুনে নিলেন, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তার পিঁপড়াদের নিরাপত্তা, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা এবং

www.dawateislami.net

পিঁপড়াকে উপদেশ দেয়াতে আশ্চর্য হয়ে মুচকী হেসে দিলেন আর **আল্লাহ**র দরবারে আরয করলেন:

رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰى وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹﴾

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি তোমার ঐ অনুগ্রহের, যা তুমি আমার উপর এবং আমার মাতা পিতার উপর করেছো; আর যাতে আমি ঐ সৎ কাজ করতে পারি, যা তোমার পছন্দ হয় এবং আমাকে আপন করুণাময় ওই বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করো যারা তোমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগী’।

অতঃপর যখন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام পিঁপড়ার উপত্যাকার নিকটে পৌঁছলেন তখন তাঁর বাহিনীকে থেমে যাওয়ার আদেশ দিলেন, এমনকি পিঁপড়ারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে নিলো। (তাফসীরে জালালাঈন, সূরা নামল, ১৮ ও ১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৩১৮ পৃষ্ঠা। তাফসীরে খাযিন, সূরা নামল, ১৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪০৫। তাফসীরে মাদারিক, সূরা নামল, ১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৮৪২ পৃষ্ঠা)

বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ ও হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাত

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি ঐ স্থানে রেখেছিলেন যেখানে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর তাবু স্থাপন করা হয়েছিলো। এই ভবন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাতের সময় এসে গেলো তখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সন্তান হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে তা নির্মাণের অসিয়ত করেন, অতএব হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام জ্বিনদেরকে তা নির্মাণের আদেশ দেন। যখন

www.dawateislami.net

তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলো তখন তিনি এই দোয়া করলেন যে, তার মৃত্যু যেনো জ্বিনদের মাঝে প্রকাশ না হয়, যাতে তারা ভবন নির্মাণের শেষ পর্যন্ত কাজে লিপ্ত থাকে এবং তারা যে ইলমে গাইব (অদৃশ্যের সংবাদ) এর দাবী করে তাও বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি মেহরাবে প্রবেশ করলেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী নামাযের জন্য তাঁর লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন। জ্বিনরা নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের কাজে লিপ্ত রইলো এবং তারা মনে করলো যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام জীবিত আর হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর অনেকদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকাতে তাদের কোনরূপ আশ্চর্য মনে হলো না, কেননা তারা প্রায় দেখতো যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام দীর্ঘ সময় ধরে লাগাতার ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং তাঁর নামায অনেক দীর্ঘ হতো, এমনটি তাঁর ওফাতের পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জ্বিনেরা তাঁর ওফাত সম্পর্কে জানতে পারলো না এবং নিজেদের কাজে লিপ্ত রইলো, একপর্যায়ে উইপোকা তাঁর লাঠিটি খেয়ে ফেললো এবং তাঁর মুবারক শরীর যা লাঠির সহায়তায় দাঁড়িয়ে ছিলো মাটিতে নেমে আসলো। তখন জ্বিনেরা তাঁর ওফাত সম্পর্কে জানতে পারলো। তখনই জ্বিনদের মধ্যে এই সত্যতা প্রকাশ হয়ে গেলো যে, তারা অদৃশ্যের খবর জানেনা, কেননা যদি তারা অদৃশ্যের খবর জানতো তবে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাত সম্পর্কে জেনে যেতো এবং এই অপমানের আযাবে থাকতো না। (তাফসীরে খাযিন, সূরা সাবা, ১৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫১৯। তাফসীরে মাদারিক, সূরা সাবা, ১৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৯৫৯ পৃষ্ঠা) বরং তাঁর পূর্ব মুহূর্তেই নিজেদের কষ্টের কাজ থেকে পালিয়ে যেতো।

কুরআনে পাকে রয়েছে:

www.dawateislami.net

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۱۴﴾

(পারা ২২, সূরা সাবা, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর যখন আমি তার উপর মৃত্যুর নির্দেশ প্রেরণ করেছি, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় জানিয়েছে কেবল যমীনের উই-পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিলো। অতঃপর যখন সুলাইমান মাটির উপর এলো, তখন জ্বিনদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে গেলো- যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হতো, তা'হলে এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর বয়স শরীফ ৫৩ বছর হয়েছিলো, ১৩ বছর বয়স শরীফে তিনি সম্রাজ্যের সিংহাসনে সমাসিন হয়েছিলেন এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত শাসন করেন। (তাফসীরে খাযিন, সূরা সাবা, ১৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫২০। তাফসীরে মাদারিক, সূরা সাবা, ১৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৯৫৯ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য হাদীসে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর কল্যাণময় আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তা থেকে কয়েকটি হাদীস পর্যবেক্ষণ করুন:

সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়ার কারণে ছাড়

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গতরাতে আমার উপর একটি অবাধ্য জ্বিন আক্রমন করলো, যাতে সে আমার নামায নষ্ট করে দেয়, ব্যস **আল্লাহ পাক** আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন আর আমি তাকে কাবু করে নিলাম। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাকে মসজিদের স্তম্ভ গুলোর মধ্যে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখবো যাতে তোমরা সবাই তাকে দেখো, কিন্তু আমাকে আমার ভাই হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া স্মরণে এসে গেলো যে, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও

www.dawateislami.net

এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয়” তখন আমি সেই জ্বিনকে বিফল অবস্থায় ফিরিয়ে দিলাম।

(বুখারী, কিতাবু আহাদিসুল আম্বিয়া, ২/৪৫০, হাদীস ৩৪২৩)

ইলমের বরকতে সম্পদ ও বাদশাহী পাওয়া

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে ইলম, সম্পদ ও বাদশাহীর মধ্যে নির্বাচন করার অধিকার দেয়া হলো, তখন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ইলমকেই নির্বাচন করলেন, যার বরকতে **আল্লাহ পাক** তাঁকে সম্পদ ও বাদশাহীও দান করে দিলেন। (মুসনাদিল ফিরদাউস, ১/৩৭৪, হাদীস ৪৭৮১)

আম্মাজানের সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে উপদেশ

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِمَا السَّلَام এর আম্মাজান তাঁকে বললেন: হে বৎস! রাতে বেশি ঘুমিওনা, কেননা রাতে অধিক ঘুম কিয়ামতের দিন বান্দাকে অভাবী বানিয়ে দিবে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবু আকামাতিস সালাত, ২/১২৫, হাদীস ১৩২২)

সাপের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার পদ্ধতি

হযরত আবু লাইলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন ঘরে কোন সাপ দেখা যায় তখন তাকে বলো: আমি তোমার থেকে হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর ওয়াদা এবং হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِمَا السَّلَام এর ওসীলায় এই প্রার্থনা করছি যে, আমাদেরকে কষ্ট দিওনা। এর পর যদি তা আবারো দেখা যায় তবে মেরে ফেলো। (তিরমিযী, ৩/১৫৭, হাদীস ১৪৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতীনের প্রায় ৮০টি বিভাগে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনায় প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ বড় ইসলামী ভাইদেরকে বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে মাদানী কায়দা এবং কুরআনে করীম ফিসাবিলিল্লাহ পড়ানো হয়, ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল কুরআনে করীমের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য ইলমে দ্বীনও শিখার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনার শিডিউলে **"নামাযের আহকাম"** কিতাব থেকে নামায, গোসল, অযু, জানাযার নামায, সুন্নাত শিখানো, ঘর দরস দেয়া, ফরয উলুম সম্বলিত বয়ান শুনা, দোয়া মুখস্ত করানো এবং শেষে ৭২টি নেক আমল পুস্তিকা থেকে আমলের পর্যবেক্ষণও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মনে রাখবেন! এই বিভাগের অধিনে দেশ বিদেশে হাজারো ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনা লাগানো হয়ে থাকে। যাতে এক লাখেরও বেশি আশিকানে রাসূল ফিসাবিলিল্লাহ কুরআনের শিক্ষা অর্জন করছে। আপনি সাহস করুন, কুরআনের শিক্ষার জন্য ইসলামী ভাই/ ইসলামী বোনদের মাদরাসাতুল মদীনায় নিজেও অংশগ্রহন করুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন যে, ৭২টি নেক আমল নামক পুস্তিকায় একটি নেক আমল এটাও রয়েছে যে, "আপনি কি আজ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কুরআনে করীম পড়েছেন বা

www.dawateislami.net

পড়িয়েছেন?” **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে কুরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে পড়ার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **“১০১ মাদানী ফুল”** থেকে শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি: ✯ শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালোভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ✯ শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى (বুখারী, ৪/১৯৬, হাদীস ৬৩২৫) ✯ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।” (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪/২৭৮, হাদীস ৪৮৯৭) ✯ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬)

ঘোষণা

শয়ন ও জাগরণের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net